দীননাথ দাস প্রসঙ্গে শুকসারী কথা

হরিচাঁদ প্রিয়ভক্ত দীননাথ দাস।
নমঃশূদ্রকুলোদ্ভব ওড়াকান্দী বাস।।
একদিন দীন আর তারক দু'জনা।
প্রভুর লীলার কথা করে আলোচনা।।
দীননাথ দাস বলে তারকের ঠাঁই।
"স্বচক্ষে দেখিনু যাহা শুন তবে ভাই।।
একদিন হরিচাঁদ দয়াল আমার।
নূতন আশ্চর্য্য লীলা করিল প্রচার।।
রামধন গরু রাখে বাড়ীর পালানে।
দয়ারাম ঘাস কেটে দেয় গরু স্থানে।।
বাটীর পশ্চিম দিকে গরু রাখিতেছে।
হরিচাঁদ পথে বসি তাহা দেখিতেছে।।
দু'জনার প্রতি প্রভু অতি দয়াবান।
ধীরে ধীরে দু'জনার নিকটেতে যান।।
গোকুলের রাখালীয়া পূর্ব ভাব মনে।
গরু রাখিবার বড় ইচ্ছা সর্বক্ষণে।।
দয়ারাম বলে 'প্রভু আর কোথা যাও?
হইয়াছে ঘাস কাটা হেথা বসি রও।।
ভরিবে গরুর পেট এই ঘাস খেলে।
বসিয়ে থাকিলে গরু বেড়াইবে চলে।।
এস প্রভু তিনজনে বসি এক ঠাঁই।
ইচ্ছায় চরুক গরু বসে দেখি তাই।।'
বসিলেন হরিচাঁদ আর দয়ারাম।
রামধন বসিয়া করেছে হরিনাম।।
কাটা ঘাস খেয়ে গরু বেড়ায় চরিয়ে।
দুই এক গরু যদি যায় বাহুড়িয়ে।।
কখন ফিরায় দয়ারাম রামধন।
প্রভু হরিচাঁদ উঠে ফিরায় কখন।।
হরিচাঁদ দুইজনে বলিলেন ডেকে।
"দু'জনে রাখহ গরু এই স্থানে থেকে।।
আমি এই ফাঁকে গিয়া আসি বেড়াইয়ে।
তিনজনে যা'ব শেষে একত্র হইয়ে।।
এত বলি যান প্রভু পশ্চিমাভিমুখে।
যাইতে যাইতে পথে দীননাথে দেখে।।
প্রভু বলে 'দীননাথ! আয় মম সাথে।
যাইতেছি বেড়াইতে তোদের বাড়ীতে।।'
তাহা শুনি দীন দাস সঙ্গেতে চলিল।
দীনবন্ধু সঙ্গে দীননাথ দাস গেল।।
দাসদের বাটীর নিকটে আসিলেন।
বাটীর উত্তর পালানেতে বসিলেন।।
দীন দাস সঙ্গে মাত্র আর দীনবন্ধু।
দীন দাসে বলিলেন করুণার সিন্ধু।।
হিজলীকা বৃক্ষ তার তলায় বসিয়ে।
প্রভু বলে 'দীন আন তামাক সাজিয়ে।।
দ্রুতগতি দীনদাস বাড়ী মধ্যে যায়।
তামাক সাজিয়ে এনে দেখিবারে পায়।।
একটি শালিক পাখী বৃক্ষোপরে ছিল।
আসিয়া প্রভুর পদে মাথা ছোঁয়াইল।।
যোগাসনে প্রভু তথা বসিয়াছিলেন।
পদে পড়ি পাখিটি উরুতে বসিলেন।
দীন দাস বলে 'একি পাখীর সাহস।
না জানি ইহার মধ্যে আছে কোন রস।।'
প্রভু বলে এ রস কৌতুক বুঝিবি কি।
ব্রজ রস-পাত্র এ ব্রজের শুকপাখী।।
ব্রজে ছিল সারী-শুক, শালিক হ'য়েছে।
পূর্বের সাহসে মোর উরুতে বসেছে।।
এভাবে বসিবে কেন না থাকিলে চেনা।
জনমে জনমে থাকে নয়নে নিশানা।।
তমালের ডালে কোকিলের ছিল মেলা।
সারী-শুক বকুলের ডালে করে খেলা।।
বৃন্দাবনে দেখিয়াছি এই সব লীলা।
এই সেই বৃন্দাবন তমালের তলা।।